উচ্চমাধ্যমিক বিজ্ঞান বিভাগের রেজাল্ট নিয়ে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের স্পষ্টীকরণ

আজ (২৫শে মে) প্রকাশিত পত্রপত্রিকায় এই মর্মে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে যে, ত্রিপুরা বিধানসভার মাননীয় বিধায়ক শ্রী সুদীপ রায় বর্মণ গতকাল (২৪শে মে) বিধানসভায় এ রাজ্যে গুণগত শিক্ষার অধোগতি নিয়ে আলোচনা করার সময় বলেছেন - "এবার উচ্চমাধ্যমিক বিজ্ঞান বিভাগে পাস করেছে মাত্র ১৮ শতাংশ। পর্ষদ কর্তৃপক্ষ গ্রেস মার্কস দিয়ে ৮৩.৮৪ শতাংশকে পাস করিয়ে দিয়েছে"। সংবাদপত্রে এও বলা হয়েছে যে, সুদীপবাবু চ্যালেঞ্জ করে এও বলেছেন - "বিধানসভা থেকে একটি সর্বদলীয় টিম চলুন পর্ষদে। রেজাল্ট খতিয়ে দেখলেই এর প্রমাণ মিলবে"।

ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সম্পর্কে রাজ্যের একজন দায়িত্বশীল বিধায়কের এমন অসত্য মন্তব্যে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অত্যন্ত মর্মাহত। তাঁর এমন মন্তব্য জনমনে পর্ষদ সম্পর্কে অশ্রদ্ধা এবং অবিশ্বাসের জন্ম দেবে। এমন উক্তি দ্বাদশ শ্রেণির বিজ্ঞানবিভাগের কৃতী পরীক্ষার্থীদের অসম্মানিত করছে এবং তাদের সাফল্যকেও প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

পরীক্ষায় পাসের হার বৃদ্ধি করতে ভারতবর্ষের সব বোর্ডই গ্রেস মার্ক দেয়। এই গ্রেস মার্ক দেওয়া হয় তাদের যারা কোনো বিষয়ে পাসমার্ক থেকে সামান্য কম নম্বর পায়। কোনো বিষয়ে পাস মার্ক পাওয়া পরীক্ষার্থীকে ঐ বিষয়ে গ্রেস মার্ক দেওয়া হয় না।

পক্ষান্তরে CBSE পাস-ফেল নির্বিশেষে সব পরীক্ষার্থীকে moderation-এর নাম করে ১৫ নম্বর গ্রেস মার্ক দিয়ে থাকে। ফলে আদতে ৮০ পাওয়া পরীক্ষার্থীর নম্বরকে মার্কশিটে ৯৫ দেখানো হয়।

গত ২৪ এপ্রিল, ২০১৭ দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের বিদ্যালয় শিক্ষা এবং সাক্ষরতা দপ্তরের সচিবের পৌরোহিত্যে এই বিষয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় অংশগ্রহণ করেছিলেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষা সচিব এবং বোর্ড সভাপতিরা।

ঐ সভায় সর্বসম্মতিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, পাসের হার বাড়ানোর জন্য পাসমার্ক থেকে কম নম্বর পাওয়া পরীক্ষার্থীদের গ্রেস মার্ক দেওয়ার প্রথা চালু থাকবে। তবে moderation-এর নামে পাস করা বা অতি উচ্চ নম্বর পাওয়া পরীক্ষার্থীকে ১৫/১৬ গ্রেস মার্ক দেওয়া এই বছর থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে।

এই বছর CBSE-র পরীক্ষায় বসা জনৈক ছাত্র দিল্লি উচ্চ-আদালতে moderation-এর নামে দেওয়া গ্রেস মার্ক তুলে দেওয়ায় CBSE-র বিরুদ্ধে মামলা করে। মাননীয় আদালত এই বছর moderation গ্রেস মার্ক দিতে হবে বলে আদেশ দিয়েছেন।

একথা সত্য ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদও পরীক্ষায় পাসের হার বাড়ানোর জন্য গ্রেস মার্ক দেয়। কোনো বিষয়ে ফেল করা ছাত্ররাই এই গ্রেস মার্ক পায়। পাস করা ছাত্ররা পায় না। কিন্তু এই গ্রেস মার্ক এমন মাত্রায় দেওয়া হয় না যাতে পাসের হার ১৮ শতাংশ থেকে বেড়ে ৮৩.৮৪ শতাংশ হয়ে যায়। পর্ষদ আশা করে মাননীয় বিধায়ক মহোদয় তাঁর বক্তব্যে পর্ষদের যে অবমূল্যায়ন হয়েছে তার সংশোধন করে পর্ষদের বিশ্বাসযোগ্যতাকে অটুট রাখতে সাহায্য করবেন, কেননা এই পর্ষদ তাঁরও।

সচিব ২৬/৫/১৭
ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

This document was created using Smart PDF Converter. To remove this message purchase the product at www.SmartPDFConverter.com